Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/ 142	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1886
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	H..Dey & Co 12Durgacharan Piturir Gali
Author/ Editor:	?	Size:	10.5x17.5cms
		Condition:	Brittle
Title:	Rajlakshmi-Adarshan	Remarks:	Fiction

রাজলক্ষ্মী-অদর্শন।

—o—

চাহিনা স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
মুহূর্ত্তেক যদি পাই, মন মত ধন।

—

বন্ধুত্বে বিপদ মম প্রণয়ে নিরাশ,
ভীষ্ম শরশয্যাসম সংসার নিবাস।

—

"Love, free as air, as sight of human ties,
Spreads his light wings, and in a moment flies."

Pope.

—

"—Love is indestructible,
Its holy flame for ever burneth,
From Heaven it came to Heaven returneth."

Southey.

এচ্, দে, এণ্ড, কোং কর্ত্তৃক
১২ নং দুর্গা চরণ পিতুড়ির গলি হইতে প্রকাশিত।
কলিকাতা।

বিশুদ্ধ প্রণয় উপহার

———o———

My Dear গোপেশ্!

তুমি আমাকে আন্তরিক ভাল বাস। আমার দোষও তুমি গুণ বলিয়া গ্রহণ কর। জগতে আমার ভালবাসার বস্তু যদি কিছু থাকে, তাহা তুমিই ;—আর দুলালও একটী। তোমাদের সেই ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ এই সামান্য গ্রন্থখানি প্রীতি উপহার দিলাম।

কলিকাতা,
২৫ শে জুন
শনিবার
১৮৮৭।

তোমাদেরই,—

What is Love?

"Love :—what a volume in a word, an ocean in a tear,
A seventh heaven in a glance, a whirlwind in a sigh,
The lightning in a touch, a millenium in a moment,
What concentrated joy or woe in blest or blighted love !
For it is that native poetry springing up indigenous to Mind,
The heart's own--country music thrilling all its chords,
The story without an end that angels throng to hear,
The word, the king of words, carved on Jehovah's heart !
Go, call thou snake-eyed malice mercy, call envy honest praise,
Count selfish craft for wisdom, and coward treachery for prudence,
Do homage to blaspheming unbelief as to bold and free philosophy,
And estimate the recklessness of license as the right attribute of liberty,—
But with the world, thou freind and scholar, stain not this pure name ;
Nor suffer the majesty of Love to be likened to the meanness of desire :
For love is no more such, than seraphs' hymns are discord,
And such is no more Love, than Etna's breath is summer."
" Quiet, yet flowing deep, as the Rhine among rivers ;
Lasting, and knowing not change—it walketh with Truth and Sincerity."

"Whene 'er I view those lips of thine,
Their hue invites my fervent kiss."
Byron.

রাজলক্ষ্মী-অদর্শন।

সুখময় প্রণয়,

বিষময় বিচ্ছেদ।

সূচনা।

"এই তোর পতি লো পাঞ্চালি!
বরমালা দিয়ে গলে বর নরবরে।"

মাইকেল।

পাঠক মহাশয়! আমি এই রাজধানীর একজন সম্ভ্রান্ত মহাজনের সন্তান। আমার নাম এখানে প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। সম্ভ্রান্ত মহাজনের সন্তান বটে, কিন্তু আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ; আমি নিতান্ত অভাগা। সংসারের যে সার ধন প্রণয়, এক দিন,—অতি অল্প দিনের জন্য সেই সুধাময় প্রণয়-ধনে আমি অধিকারী হইয়াছিলাম। তাহার পর সৌদামিনী যেমন ক্ষণেকের জন্য একটী বার মাত্র হাসিয়া জলধরের কোলে লুকাইয়া যায়, আমার সেই পরম ধন প্রণয় তেমনি একবার আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া কাল-জলধর-সাগরে মিশিয়া

গিয়াছে! আমি প্রণয়ধনে বঞ্চিত হইয়াছি। ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। প্রণয়কে সংসারের সার ধন বলিলাম। ধর্ম্ম-জীবন মহাকবি মহর্ষিরা ধর্ম্মকেই সংসারের সার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি সামান্য মানব, প্রণয়কে সার বলি কেন? এ কি তবে ভ্রান্তি? না,—ভ্রান্তি হইতে পারে না। ধর্ম্ম-বস্তু আর প্রেম-বস্তু, উভয়ই এক। প্রেম ভিন্ন ধর্ম্ম থাকেন না, ধর্ম্ম বিহনে প্রেম থাকে না; সুতরাং প্রণয়ে ধর্ম্ম গাঁথা, ধর্ম্মে প্রণয়ে চির-কাল অবিচ্ছেদ; সেই জন্যই প্রণয় সার ধন। আমি সেই পবিত্র প্রণয়ে নিরাশ হইয়াছি!—অধিকারী না হইয়া যদি নিরাশ হইতাম, কোন উৎপাত থাকিত না; কিন্তু এক বার সুখী হইয়া,—সুখের শিখরে আরোহণ করিয়া আবার যে অধঃপতন হইয়াছে, সংসারে এ যন্ত্রণার তুলনা নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার মত হতভাগ্যও আর নাই!

আমার বয়স যখন ঊনবিংশতি বৎসর, সেই সময় এই মহানগরীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটী পরমসুন্দরী কুমারীর সহিত আমার পরিণয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়। সময়ে সময়ে আমি ভাবী শ্বশুরালয়ে,—অথবা যদি স্বাধীনতা দেন, বলিতে পারি, ভাবী প্রণয়িণী-নিলয়ে গতিবিধি করি-তাম। শ্বশুর-গৃহে জামাতার যেরূপ আদর, যেরূপ স্নেহ, যেরূপ যত্ন, যেরূপ সম্মান, পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই আমার ভাগ্যে তাহার কিছুমাত্র অপ্রতুল ছিল না।—

ছিল না? আমি মিথ্যাবাদী! প্রধান বস্তুরই অপ্রতুল ছিল। যাহারে এক দিন অবশ্যই আমি প্রাণেশ্বরী বলিয়া আদর করিব, তাহারে আমি দেখিতে পাইতাম না; যে হৃদয়েশ্বরী অবশ্যই এক দিন আমারে হৃদয়েশ্বর বলিয়া সম্ভাষণ করিবে স্থির ছিল, সেই চিত্ততোষিণী বালিকাও আমাকে দেখিতে পাইত না! সে যে কি যন্ত্রণা, যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারাই তাহা বিবেচনা করুন। কল্পনাপ্রিয় কবিগণ একটী কথা সৃষ্টি করিয়াছেন। দৃষ্টি আগুন। দৃষ্টি আগুনে পুড়ে মরা বড় কষ্ট। সত্যই এটী তাঁহাদের কল্পনা। দৃষ্টি আগুনে বরং সুখ আছে, অদর্শন অগ্নি প্রত্যেক রোমে রোমে দগ্ধ করিয়া মারে। সেই অদর্শন অগ্নি আমার হৃদয়ে,—আমার হৃদয়েই বলুন অথবা আমাদের হৃদয়েই বলুন, ক্রমাগত দুই বৎসর কাল অতি প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল; শেষে গ্রহ সুপ্রসন্ন, অদৃষ্ট-সুপ্রসন্ন। উপরে মাইকেল মধুসূদনের যে দুটী প্রিয় বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা সার্থক হইল। আমরা উভয়ে দম্পতীরূপে সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

———

প্রথম উচ্ছ্বাস

আমাদের প্রেম।

জলে কি অনলে বনে যেখানে যখন,
ভাসিব প্রণয়সুখে সেখানে দুজন ॥

আর্য্যরত্ন।

"True love's the gift which God has given
To man alone beneath the heaven.
* * * * * * * * *
It is the secret sympathy, the Silver link,
The silken tie which heart to heart and mind to mind,
In body and soul can bind." *Scott.*

আমাদের বিবাহ হইল। শুভদৃষ্টির সময় হইতেই প্রজাপতিদত্ত পরমপবিত্র প্রণয়সুখে আমরা দুজনে সুখী হইলাম। কবিবাক্যে সুখকে সাগর বলে, আমরা সুখসাগরে ভাসিলাম। অল্প দিনে এত দূর অকপট প্রণয় জন্মিল যে মায়াময় সংসারধামে ততদূর হইতে পারে কি না, আমার মনে ত সে ধারণা হয় না। মাণিকযোড় পাখী যেমন সুখে থাকে, একপ্রাণে একপ্রেমে মালা গাঁথিয়া দুটীতে আমরা সেইরূপ প্রেমাদরে, প্রেমমালা গলায় পরিলাম।

প্রিয়া আমার স্বর্গসুন্দরী রূপে কাত্যায়নীর মত কাঞ্চন-বরণী ছিলেন না, কিন্তু অবয়বে, অঙ্গসৌষ্ঠবে সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, মুখ, চক্ষু, নাসিকা, পূর্ণপ্রভ সমুজ্জ্বল। অধরোষ্ঠ আরক্ত, ললাট অপ্রশস্ত, মস্তকের কেশপাশ কুঞ্চিতভাবে ভুজঙ্গিনী আকারে পৃষ্ঠদেশ অন্ধকার করিত। সেই অন্ধকারই আলো দেখাইত। ললাটের উভয় পার্শ্বে অলকমালা স্তবকে স্তবকে বিকুঞ্চিত, রাত্রিকালে যেন আকন্দকুসুমে সারি সারি ভ্রমরপংক্তি, গ্রীবাদেশ ত্রিবলীযুক্ত বিথর্ব্ব, বাহুবক্ষ পদ্মনালের মত সুঠাম, সুকোমল, উদরে ত্রিবলী; কটিদেশ হরগৌরী-করপদের অনুরূপ না হইলেও আমার মনোমত অতি সুগঠন; উরুজঙ্ঘা রামরম্ভা,করীশুণ্ড না হইলেও আয়তনে অতি সুন্দর; অঙ্গুলীগুলি চাঁপার কলি না হইলেও ঠিক যেন সেই রকম। করতল-পদতল যেন আরক্ত অলক্তকে সুরঞ্জিত। প্রিয়া আমার বর্ণে ঈষৎ শ্যামাঙ্গিনী হইলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। মুখের বাক্যগুলি স্বর্গবীণার ন্যায়, সুকোমল, সুমধুর, হৃদয়গ্রাহী। কাননে কোকিলা ঝঙ্কার করে, সে ঝঙ্কার পঞ্চমে থামিয়া যায়, কিন্তু আমার প্রিয়তমার সুমধুর ঝঙ্কার সেখানে থামিত না। কত উচ্চে উঠিত, কত নীচে নামিত, আমার কর্ণে যেন বিদ্যাধরীর ত্রিতন্ত্রী বাজিত।

রূপ ত এইরূপ, গুণেও প্রেয়সী আমার সংসারশান্তি-

প্রদায়িনী। তত গুণে গুণবতী কামিনী আমার চক্ষু অতি কম দেখে। রূপ-গুণবতী কামিনীরা আমারে ক্ষমা করিবেন, উন্মত্ত বলিতে ইচ্ছা হয়, বলিবেন, আমি তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হইব না। আমার চক্ষে, আমার পক্ষে আমার চিত্তহারিণী যথার্থই অতুল্যা ছিলেন। সুন্দরীই হউক, কুৎসিতাই হউক, আমার চক্ষু লইয়া যদি কেহ তাহারে দেখিতেন, তাহা হইলে আমি যাহা বলিতেছি, তাহারই প্রতিধ্বনি করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই।

গুণের পরিচয় অধিক আর কি দিব, সংক্ষেপে বলি, আমা অন্ত তাহার প্রাণ। আমার সুখে তাহার সুখ, আমার দুঃখে প্রিয়া আমার অনন্ত দুঃখিনী। আমি আহার না করিলে তাঁহার আহার হইত না। আমার একটু কষ্ট হইলে রাজলক্ষ্মীর কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিত না। কোন কারণে আমার মুখ ম্লান দর্শন করিলে তাহার দুটী পদ্মচক্ষু অশ্রুপ্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া সেই প্রফুল্ল পদ্মফুলের মত সুকোমল বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিত। গৃহে আমার দ্বাদশ কিঙ্করী ছিল, তাহা ছাড়া প্রেয়সী আমার, আপন পিতৃপুরী হইতে দুটী অতিরিক্ত কিঙ্করী আনিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই তাহারা আমারই সেবায় অনুরক্ত থাকিত, তথাপি প্রিয়া আমার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। আমার সুখের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন বুঝিতেন, কিঙ্করীর উপর নির্ভর করিয়া

কদাচ তিনি দণ্ডেকের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। বাড়ীতে আমার অনেকগুলি জলের কল ছিল, তথাপি কূপের জল কলের জল অপেক্ষা শীতল বলিয়া আমার শরীর স্নিগ্ধ রাখিবার মানসে কিঙ্করীগণের প্রতি নির্ভর না করিয়া প্রিয়া আমার স্বহস্তে কূপ হইতে শীতল বারি আহরণ করিয়া রাখিতেন। বেলা দশম ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন পঞ্চম ঘটিকা পর্য্যন্ত বিষয়কার্য্যানুরোধে আমাকে গৃহে অনুপস্থিত থাকিতে হইত, ততখানি সময় প্রিয়া আমার কি করিতেন? আমি আসিয়া কিসে শীতল হইব, কি আহার করিব, কি দর্শন দর্শন করিয়া প্রফুল্ল হইব, কেবল সদাসর্ব্বদাই তিনি সেই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন। কিঙ্করীরাও তাঁহার আদেশে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী আহরণ করিয়া আনিত; গৃহে আসিতে কোন দিন আমার একটু বিলম্ব হইলে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা যেন কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার কুমুদিনীর মত আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া ব্যাকুলা হইয়া থাকিতেন, আমি গৃহে না আসিলে তিনি যদি আশা প্রতীক্ষায় একবার সুখশয্যায় শয়ন করিতেন, শয্যা যেন বিষ বর্ষণ করিত। উঠিতেন, বসিতেন, বেড়াইতেন, গবাক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সূর্য্যদেবকে তিরস্কার করিতেন। ঘটিকাযন্ত্রে তৃতীয় আঘাত শ্রবণ করিয়া চমকিতভাবে পঞ্চম বলিয়া ভ্রম হইত। সেই

ভ্রমে কিঙ্করীদের আদেশ করিতেন,"দেখ্ দেখি, পাঁচটা ত বেজে গেল, দেখ্ দেখি, ঐ বুঝি এলেন।"

মিথ্যা ভ্রম! আমি গেলেম না, আবার তিনি শয্যায় লুণ্ঠিত হইলেন। একান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তাসলিলে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। সময়ে আমি গৃহে প্রত্যাগত হইলাম, প্রিয়া আমায় দর্শন করিয়া দুই বাহু প্রসারণ করিয়া মধুর মধুর সুমধুর আলিঙ্গন করিলেন, শশব্যস্তে চরণধারণ করিয়া যেন বহুদিনের বিচ্ছেদ শান্ত করিবার জন্য নয়নের শান্তিসলিলে আমার চরণকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। চুম্বন করিয়া আমি ওষ্ঠ অশ্রুপ্রবাহে তাহাকে যথাসাধ্য শীতল করিয়া একবার তপ্ত হৃদয় সুশীতল করিলাম, যাহা যাহা প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন, প্রেমানন্দে গ্রহণ করিয়া অগত্যা কার্য্যানুরোধে আবার আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইতাম। হইতেছি এমন সময় অশ্রুপূর্ণ-লোচনে প্রেয়সী যুগলকরে আমার, যুগলকর ধারণ করিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন। "জীবন, কোথায় যাও? কখন আসিবে? তিলেক অদর্শনে যার প্রাণ বিষানলে দগ্ধ হয়, কতক্ষণ আর সে বিরহে দাসীকে তুমি দগ্ধ করিবে?—না আমি যেতে দিবনা, রোজ রোজ ত যাও, আমার হৃদয় অন্ধকার করে রোজ রোজত তুমি চলে যাও, একদিন না গেলে কি আর চলে না বুঝি? না আমি ছেড়ে দিবনা।"

নানা প্রকার প্রবোধ দিয়ে প্রিয়াকে সান্ত্বনা করিয়া কপট ছলনার আশ্রয়ে ক্ষণকালের জন্য আমি অদর্শন হইতাম। সেই যে ক্ষণকাল আমার প্রিয়তমার পক্ষে কত অনন্তকাল অনুভব হইত তাহা আমি অনুভবে অনুভব করিতে পারিতাম। কেননা শশিমুখীর শশিমুখ অদর্শনে আমার প্রাণ তেমনি করিয়া জ্বলিত। উঃ,—বিরহ কি বিরহ! সে যে যাতনা ভোগীরা ছাড়া আর কেহ জানে না। আমি জানি! ছলনায় প্রবোধ দিয়া আমি চলিয়া যাইতাম, প্রেয়সী আমার, আমার অদর্শনে একবার উঠিতেন একবার বসিতেন, হয়ত এক একবার শয্যায় যাইয়া শয়ন করিতেন আবার উঠিয়া গবাক্ষপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, মনে যে কি ভাবের উদয় হইত প্রেমিকা নিজেই তাহা জানিতেন। বারিহীন মীন যেরূপ প্রাণের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে, শুষ্ক সরোবরে কমলিনী যেমন সূর্য্যমিলনেও ম্রিয়-মানা হয়, আমার প্রাণেশ্বরী আমার ক্ষণকাল অদর্শনেও সেইরূপ অবসন্ন হইয়া থাকিতেন। যথা সময়ে আমি আবার আসিতাম কথা কহিয়া কৌতুকে কৌতুকে আবার চমক ভাঙ্গিয়া দিতাম, আগে আমি হাসিতাম, চুম্বন করিয়া একটু পরে তাহাকে আবার আমি হাসাইতাম। হাসিতে হাসিতে যুগলে আমরা ঠিক যেন প্রেমসিন্ধুনীরে ডুবিয়া যাইতাম। ডুবিতাম, আবার ভাসিতাম, ভাসিতে

ভাসিতে সেই সিন্ধুসলিলে যুগলে আমরা সাঁতার দিতাম। নিদারুণ হিংসা প্রণয়ের প্রধান রিপু। আমাদের গৃহ-পরিবারের হিংসা-হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল। আমাদের পবিত্রপ্রণয় তাঁহারা দেখিতে পারিলেন না। সুখ-বিলাসের পবিত্র প্রেমসুখ তাঁহাদের প্রাণে সহ্য হইল না। আমি একজন ধনবানের কন্যারত্ন পরিগ্রহ করিয়া সু-পবিত্র প্রেমসিন্ধু-নীরে হংস হংসীরূপে সাঁতার খেলিতেছি, সে সুখ তাঁহারা দেখিতে পারিলেন না। যাহাতে উভয়ে আমরা অসুখী হই, যাহাতে সে পবিত্র সুখে বাধা পড়ে, সে চেষ্টাতেও তাঁহারা বিরত ছিলেন না। আহা! সে-দিনের কথা মনে হইলে আমার প্রাণ যেন হুতাশ বাতাসে উড়িয়া যাইতে চাহে।

আরও কত ঝড় আসিত, বৃষ্টি আসিত, কিছুতেই ভয় করিতাম না। প্রাণে প্রাণে গাঁথা; লোকের মুখে শুনিয়া ছিলাম, প্রণয়ে মান হয়, অভিমান হয়, রাগও হয়, আমার প্রেমময়ী রাজলক্ষ্মী মান জানিতেন না, অভি-মান জানিতেন না, রাগও জানিতেন না। মানভাঙ্গিবার জন্য আমাকে কখনও বিদেশিনী সাজিতেও হয় নাই, যোগী সাজিতেও হয় নাই, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া কখন মান ভিক্ষাও চাহিতে হয় নাই। আমার প্রিয়তমা আমাকে দর্শন করিলেই সকল জ্বালা, সকল অভিমান ভুলিয়া যাইতেন। আমিও যাইতাম। কিন্তু

সেদিন এখন আমার নাই। সেদিন কোথায়? সে প্রিয়তমা এখন আমার কোথায়? আমি এখন কেন আছি জানি না।

আর একবার সুখের কথা বলি সম্বন্ধের পর দুই বৎসর অবসানে বিবাহ। বিবাহের এক বৎসর পরে আমার প্রাণপ্রতিমা রাজলক্ষ্মী গর্ভবতী হন। তখন তাহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

নক্ষত্রমালা গগনে বেষ্টিতা নবচন্দ্রমা।

Love, Free as air, as sight of human ties,
Spreads his Light Wings, and in a moment flies.

Pope.

আমার প্রিয়া গর্ব্ভবতী। গর্ব্ভাবস্থায় শরীরে যেমন কাল কাল শির দেখা যায়, মনে মনে তখন ঠিক সেই রকম কতকগুলি কাল ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এত কাল একত্র, তথাপি অন্তঃকরণ সর্ব্বদা উজ্জ্বল প্রেমভাবে পরিপূর্ণ। আমি যে কি, আমার প্রেমময়ী অন্তরে অন্তরে সেটী বিলক্ষণ জানিতেন। খাদ্যসামগ্রীতে অরুচি হয়,

এমন কি পরামারাধ্য গুরুদেবের প্রতিও যত্নরুচির তারতম্য ঘটে। কিন্তু প্রিয়ার আমার এমনি স্নেহমাখা, প্রেমমাখা প্রাণ, দারুণ গর্ভযন্ত্রণাতেও কিছুমাত্র অরুচি ছিল না। শয়নে, উপবেশনে নিদ্রায় আলস্য হয়, আমি সম্মুখে আসিলে, সে আলস্য থাকে না। আগেকার যে ভাব, সুপবিত্র প্রেমের যে অপূর্ব্ব ভাব তাহার অভাব হয় না। মরুভূমিতে চন্দ্রসূর্য্য দেখা দেন, মেঘেরও সঞ্চার হয়, কিন্তু শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক মহা পিপাসায়, এক বিন্দুও জল পায় না। আমার প্রাণেশ্বরী আলস্যে কাতরা, মনে করিয়া লইলে প্রণয়ের মরু বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু অজস্র সুধা বর্ষণ। কিসে আমি সুখী থাকিব, কিসে আমার মন শান্ত থাকিবে, কিসে আমি সু আহারে সু নিদ্রায় সুস্নিগ্ধ থাকিতে পারিব, গর্ব্ভিণী প্রণয়িনী নিরন্তর সেই চিন্তায় সেই চেষ্টায় আকুলী ব্যাকুলী হইয়া থাকিতেন। দাসীরা সেবা করিত মনে ধরিত না; স্বয়ং স্বহস্তে দিবারাত্রি আমার পরিচর্য্যা করিতেন। গণকের ভবিষ্যৎ গণনা অপেক্ষা মহিলার গর্ভ গণনা অতি সহজ। এক দুই তিন করিয়া পঞ্চম মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। ছয় সাত আট করিয়া নবম মাসের অভ্যুদয়। প্রথম গর্ভ সাধের ধন; ঘটা করিয়া সাধ দেওয়া হইল। দশম মাসে প্রিয়সী আমার শুভক্ষণে,—শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে তাহা আমি বলিতে

পারি না। আমার হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বরী একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। রাজধানীর উত্তর পূর্ব্ব কেন্দ্রে একটী সুপ্রশস্ত উদ্যানে প্রেয়সী আমার তখন ছিলেন। উদ্যানটী তাঁহার পিতার। সেই উদ্যানেই কন্যারত্নটী ভূমিষ্ঠ হইল। প্রসবের পরেই আমার মর্ম্মঘাতিনী সূতিকাপীড়া সেই নবপ্রসূতিকে করাল কালরূপে আক্রমণ করিল। আমি সূতিকাগারে অষ্টপ্রহর উপস্থিত থাকিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসায় ব্যাপৃত থাকিলাম। কাতরতা যতদূর প্রবল হইতে পারে, ততদূর প্রবল হইয়া আমার হৃদয়কে মহা ঝটিকাকুল সাগরতরঙ্গের ন্যায় উচ্ছলিত করিয়া তুলিল। কিন্তু হাঃ! হায় কি কষ্ট! কলিকাতা সহর ভারতবর্ষের রাজধানী; এখানে যাহা পাওয়া যায় না, বোধ করি, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে তাহা সুদুর্লভ। গুণাকর ভারতচন্দ্রের মুখে বিদ্যাসুন্দরের হীরামালিনী বলিয়াছিল "কড়িতে বাঘের দুধ মিলে"। কিন্তু হায়! আমার ভাগ্যে হীরা মালিনীর সে আশা ব্যর্থ হইয়া গেল! প্রতীকারের যাহা যাহা প্রয়োজন, মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়াও আমি সময়ে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না! বিধাতার খেলা! আমার হৃদয় ইহ সংসারে আর কখনও সুখভোগ করিতে সমর্থ হইবে না, এটী হয়ত বিধাতার মনে ছিল। অষ্টম দিবসে আমি প্রাণপ্রিয়তমা প্রণয়িনীরত্নকে অনন্ত জলধিজলে বিসর্জ্জন দিলাম। সপ্তম

প্রদোষে এই অভাগা আমি, সূতিকাগারের দ্বারদেশে একখানি ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া সকাতরে ও হতাশে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলাম, আমার প্রাণাধিকা সূতিকাগৃহ মধ্যে অস্ফুট করুণ বিলাপে বারম্বার এ পাশ ও পাশ করিতেছিলেন; ইচ্ছা, আমি একবার সূতিকাগৃহে প্রবেশ করি। হৃদয় শুষ্ক হইতেছিল, তালুকণ্ঠ নীরস হইয়া আসিতেছিল, চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! বিশুদ্ধ প্রণয়ে নিদারুণ আঘাত! অন্তিমে কি একবার দেখিব না? প্রিয়ার মনের ভাব প্রিয়া জানিত, আমি কি জানিতাম না? এতই কি নিষ্ঠুর আমি? এতই কি পাষাণ আমি? তখনকার সে ভাব কি কিছুই আমি বুঝিতাম না? বুঝিতাম না ত কি! হৃদয় যেন দুই চির হইয়া ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল! অশ্রুপূর্ণ নয়নে, শূন্য হৃদয়ে আমি সূতিকাগারে প্রবেশ করিলাম। পাপ দেশাচারের যে এত কুটিল বন্ধন, কিছুই গ্রাহ্য করিলাম না, রোদন করিতে করিতে যেন উন্মত্তের ন্যায় আমার প্রাণাধিকা, সকাতরা, ব্যাধি-শয্যা-বিলুণ্ঠিতা, প্রাণপ্রিয়তমা প্রাণপ্রতিমা যেখানে শয়ন করিয়া, উদাস হৃদয়ে সেই খানে গিয়া আমি পাগলের মত উন্মত্ত হৃদয়ে বসিলাম। কি যে দেখিলাম, কি যে ভাবিলাম, কিছুই এখন মনে হয় না! প্রিয়ার সেই পদ্মচক্ষু আরক্তবর্ণ হইয়া আমার দিকে বিস্ফারিত

হইল। সেই আরক্ত চক্ষে অবিরল জলধারা। কি যেন বলিবেন বলিবেন মনে করিলেন, অশ্রুপ্রবাহ যেন সহসা কণ্ঠ রোধ করিয়া দিল। অনেকক্ষণ স্থির নেত্রে আমার মুখ পানে চাহিয়া, অবশেষে অতিকষ্টে কহিলেন, "কেমন আছ?—কেমন ছিলে? আমি যে আম পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তাহা খেয়েছিলে? যে সন্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তাহা খেয়েছিলে?" মৃদুস্বরে এই চারিটী কথা বলিয়া বারম্বার আমার মুখপানে চাহিয়া আরও কত কি বলিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি বলিতে পারি না। যদি বলি, সকলে আমাকে বাতুল বলিয়া

উপহাস করিবেন। প্রেমে আমি পাগল, এ কথা যদি উপহাসের হয়, আমি এত দুঃখেও হাস্য করিব। হাসিলেও লোকে যদি পাগল বলে, আবার আমি হাসিব।

প্রেমে কে পাগল নয়? জগৎ শুদ্ধ সকলেই পাগল। মহাকাল মহেশ্বর এই মহাপ্রেমে পাগল, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র জানকীবিরহে পাগল, নিষধপতি নলরাজা দময়ন্তী-প্রেমে পাগল। প্রেমে কে পাগল নয়? কত শত যুবতী এই প্রেমে পাগলিনী হয়ে জ্বলন্ত অনলে আত্ম আহুতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই প্রেমে পাগলিনী;--প্রেমে লোকে পাগল হয়, পাগলিনী হয়, আমি তবে পাগল হব না কেন? মানব মানবী না হইয়াও প্রেমের অনুরোধে, প্রেমের জ্বলনে পতঙ্গেরাও অনলে ঝাঁপ দেয়। আমি যদি মানুষ না হইয়া পতঙ্গ হইতাম, তাহা হইলে প্রিয়ার প্রজ্জ্বলিত বিরহানলে ঝাঁপ দিয়া মরিতাম। আমি পাগল হইলাম। প্রেয়সী আমারে মনের দুঃখে কত কথা কহিলেন, মনে পড়ে না, সমস্ত রজনী উঠিলাম, বসিলাম, যাইলাম, আসিলাম। প্রিয়ার বিষণ্ণ মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবার আশা হয়, নিরীক্ষণ করিতে পারি না। চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে চায়, আসে না। হৃদয়ের শোণিত চক্ষে উঠিতে চায়, বাহির হয় না, সে কষ্ট যে কি কষ্ট, মুখ ফুটিয়া জগৎকে আমি তাহা বুঝাইয়া দিতে পারি না। বিপদের রাত্রি কত

যে বড়, যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, প্রভাত আর হয় না। কতক্ষণ আমি নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিলাম, প্রেয়সী আমার কত যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, কে জানে? প্রকৃতি সতী সকলের সাক্ষী। পাখীরা উষাকালে মধুর ঝঙ্কারে গান গাহিল। রজনী প্রভাত।

প্রভাতে প্রাণেশ্বরী আমার অচেতন। অচেতনে অচেতনে আর একবার আমার মুখপানে চাহিয়া আমার প্রাণপ্রতিমা সকরুণে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাণেশ্বর!—আর কি আমি বাঁচিব?" আমার চক্ষে আর জল থাকিল না। আমার প্রাণপ্রতিমা আমাকে ফাঁকি দিয়া, নবপ্রসূতা কুমারীকে সাক্ষী রাখিয়া জন্মশোধ ভবসংসার হইতে পলায়ন করিলেন! করিবেন, তাহা কি আমি জানিতাম! প্রেমেও যে এত বিচ্ছেদ, অনন্ত সুখে যে অনন্ত বিচ্ছেদ, তা কি আমি জানিতাম? প্রেয়সী আমার আমারে ফাকি দিয়া উড়িয়া পালাইবে, তাহা ত আমি জানিতাম না, হৃদয় পিঞ্জরের পোষা পাখী যে শিকল কাটিয়া আমারে ফাকি দিয়া উড়িয়া যাইবে, তাহা ত জানিতাম না, যদি জানিতাম, ধরিয়া রাখিতাম, আরো জোর করিয়া দৃঢ় বন্ধনে বেড়ী দিয়া রাখিতাম, তাহা ত জানিতাম না। পাখী আমারে ফাঁকি দিয়া উড়িয়া গেল! আমার পক্ষে জগৎ সংসার অন্ধকার। করাল কালব্যাধ ফাঁকি ফুকি দিয়া আমার প্রাণপাখী ধরিয়া লইয়া যাইবে,

স্বপ্নেও আমি সে কথা ভাবি নাই! হৃদয় শূন্যময়! অবলম্বন একটীমাত্র নবপ্রসূতা বালিকা।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

বিশ্বধাম অন্ধকার।

"দুঃখসাগর মগ্নোঽহং ত্রাহি মাং মধুসূদন।"

* * * * *

"দুগ্ধফেননিভশয্যা যস্যা ভূমিশায়িনী সা।"

"————O, my love! my wife!
Death that hath suck'd the honey
of thy breath,
Hath had no power yet upon thy beauty:
Thou art not conquer'd; beauty's ensign yet
Is crimson in thy lips, and in thy cheeks,
And death's pale flag is not advanced there."—
Shakspeare.

আকাশে দুর্জ্জয় মেঘ। ঘোর অন্ধকার। মুহু মুহু বৃষ্টি পতন। রজনী দুই প্রহর অতীত। সেই ভীষণ নিশীথ সময়ে প্রিয়াহারা হইয়া আমি পথে যে, কি মহা বিপদ-গ্রস্ত হইয়াছিলাম, এখনও মনে হইলে অন্তরাত্মা বিক-

ম্পিত হয়। মনে হইবার কথাই বা কি বলিতেছি, অহরহ সে কথা,—সে নিদারুণ কথা আমার হৃদয় মধ্যে যেন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন সে ভয়ঙ্কর দিনের ভয়ঙ্কর ঘটনা কোন ক্রমেই আমি ভুলিতে পারিব না।

সেই ত সূতিকাগৃহে আমার সেই প্রেমপ্রতিমা,—আমার সেই হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী জন্মের মত নয়ন মুদ্রিত করিলেন, আমি যেন জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় কতই বিলাপ করিলাম, মনে পড়ে না। সেই সময় সেই অবস্থায় মনের উদ্বেগে একবার আমি উদ্যান-বাটিকা হইতে বহির্গত হইয়া মাণিকতলার সেতুর উপর উপস্থিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় কত কি ভয়ানক ভয়ানক বিষয় চিন্তা করিয়াছিলাম, মনে পড়ে না। আশা-প্রতীক্ষা;—সেই নির্ঘাত সমাচার আমার পিতৃনিকেতনে প্রেরিত হইয়াছিল; তথা হইতে আত্মীয়েরা আগমন করিবেন, সে জন্যও প্রতীক্ষা। অনেকক্ষণ থাকিলাম, কেহ আসিল না। বিলম্ব দেখিয়া আমি ফিরিয়া যাই-তেছি, পথে দেখি, দুজন লোক একটী মৃত দেহ লইয়া কলিকাতার দিকে আসিতেছে। অন্ধকার, তথাপি রাস্তার আলোতে সেই দেহের প্রতি হঠাৎ আমার নেত্র নিপতিত হইল। দেখিলাম কি? পদতল অলক্তক-রঞ্জিত! উঃ! ভীষণের উপর ভীষণ! ঘনঘন হৃৎকম্প

হইতে লাগিল, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িল, ছুটী নয়নে শোকাশ্রুধারা পর্ব্বতবাহিনী নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল; শোক, ত্রাস, বিস্ময়, এই তিনভাব একত্র। শোকের আর ভয়ের কারণ বুঝাইয়া দিতে হইবে না, কেবল বিস্ময়ের হেতুটী প্রকাশ করিতে হইল। আমি কিছুই জানিতাম না; গৃহলক্ষ্মী গৃহ হইতে বিদায় লইলেন, শেষকালে চক্ষেও একবার শেষ দেখাও দেখিলাম না; অথচ দুজন অপরিচিত লোকে নিতান্ত অসহায়িনীর মত আমার হৃদয়লক্ষ্মীকে বহন করিয়া আনিতেছে! বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাদের গা? একজন উত্তর করিল, "তোমাদের নয়।" হৃদয়ে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল, আমার হৃদয়েশ্বরীই তাহাদের স্কন্ধে;—হায়! তখনও আমি তাহারে হৃদয়েশ্বরী বলিলাম! হৃদয়েশ্বরী বলিয়াই ভাবিলাম! আঃ! তখন আর এখন কি? চিরদিন তাহারে হৃদয়েশ্বরী বলিব, চিরদিন হৃদয়েশ্বরী বলিয়াই ভাবিব। সেই স্নেহপ্রতিমা, সেই প্রেমপ্রতিমা, সেই প্রাণপ্রতিমা, সেই স্বর্ণপ্রতিমা, এ জন্মে কখনও আমি ভুলিব না। উদাসভাবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। আষাঢ় মাস, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার,—ঘোর অন্ধকার,— অল্প অল্প বৃষ্টি, ভ্রূক্ষেপ করিলাম না।

হৃদয় তখন যে আমার কোথায়, মন তখন যে আমার কোথায়, আমি নিজেই তখন যে কোথায়, কিছুই অনুভব ছিল না। কতক দূর অগ্রসর হইয়া বাহকদিগকে মিনতি করিয়া দেহটী নামাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। প্রাণেশ্বরী আমার নিতান্ত নিঃসহায়া কাঙ্গালিনীর মত দুজন বাহকের স্কন্ধে সেই অন্ধকার রাত্রে অন্ধকার পথে চলিয়াছেন, প্রাণে তাহা সহ্য হইল না; সেই জন্যই সেই অনুরোধ। বাহকেরা প্রথমে আমার কথা গ্রাহ্য করিল না, অবশেষে বিশেষ আগ্রহে এক প্রকার বল প্রকাশে আমি তাহাদিগকে সম্মত করিলাম। নিবিড় তরুলতাকীর্ণ একটী নিকুঞ্জের ধারে তাহারা আমার প্রাণতোষিণীর প্রাণশূন্য দেহটী নামাইয়া রাখিল। হায় হায়! যে দেহ সুকোমল পর্য্যঙ্কে চিরদিন বিরাজিত থাকিত, যে দেহ চিরদিন চিরযত্নে লালিত পালিত, সেই দেহলতা আজ ধরাতলে সেই ভাবে বিলুণ্ঠিত! যে দেহ, যে লাবণ্য কদাপি অপর কাহারও নেত্রগোচর হয় নাই, সেই পরযত্নের সুকোমল দেহ আজ এই আষাঢ় মাসের বর্ষাযামিনীতে অনাবৃত, অন্ধকার, দুর্গম রাজপথে সামান্য বস্তুর ন্যায় অযত্নে নিপতিত! হায় হায়! সে দৃশ্য দর্শনে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিপদের সময় উপর্য্যুপরি অনেক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। একে প্রাণাধারা প্রাণাধিকার অন্তর্ধান,

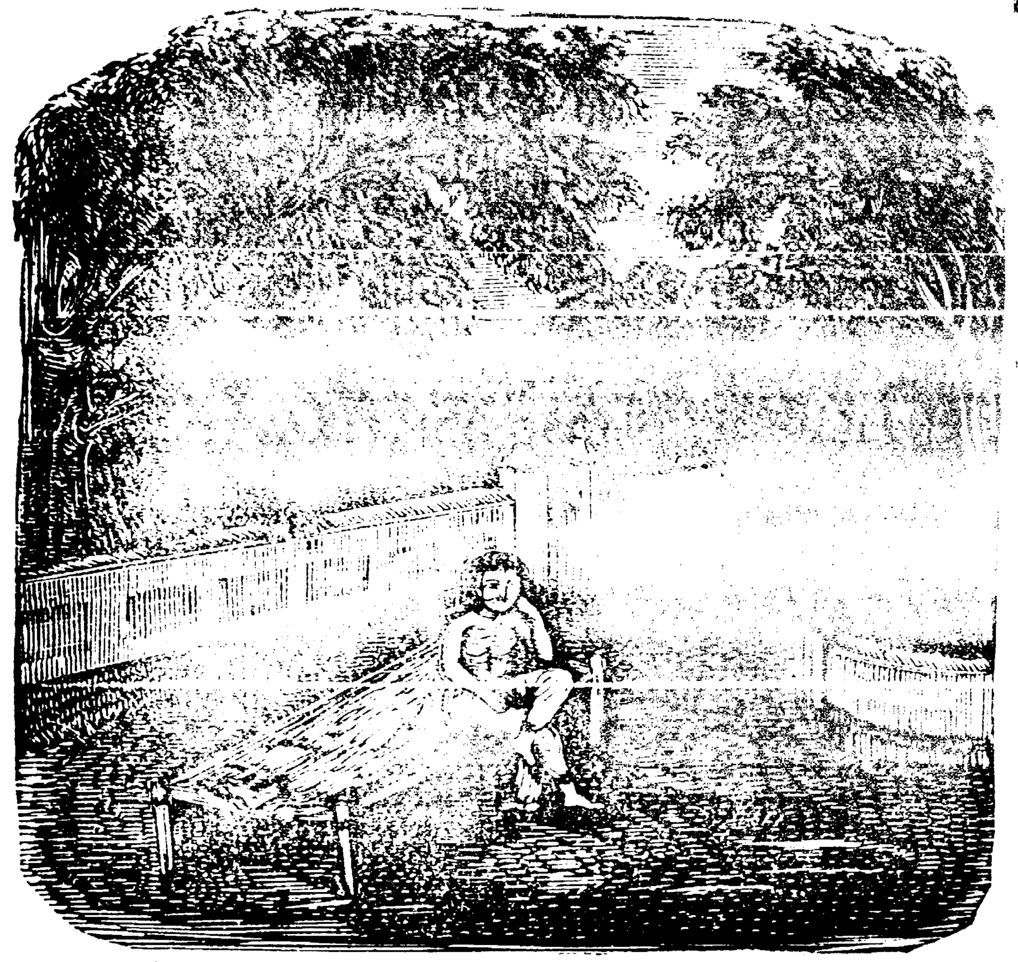

তাহার উপর সেই ভয়ঙ্কর রজনী, তাহাতে আবার অসহায়; অন্ধকারাবৃত রাজপথ-সম্মুখে, জীবনশূন্য জীবনতারা যেন মৃণ্ময়ী প্রতিমার মত ভূমি-শয্যাশায়িনী, সহচর কেবল মাত্র দুই জন বাহক। তাহারাও সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করিল! নিষ্ঠুর! পাষণ্ড! চণ্ডাল অপেক্ষাও নিদারুণ নৃশংস! আমি তাহাদিগকে দেহটী নামাইতে বলিয়াছিলাম, সেই আক্রোশে অন্ধকারে আমাকে একাকী ফেলিয়া কোথায় যে তাহারা প্রস্থান করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সেই দুর্গম বিজন পথে

আমি তখন একা! কি যে সেই কালরাত্রি, আমার মত ভুক্তভোগী যদি কেহ থাকেন, তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন; মুখে বলিয়া অথবা লেখনীমুখে বর্ণনা করিয়া অপরের হৃদয়পটে সেই ভয়ঙ্কর ছবি চিত্র করিয়া দেওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য। কত যে কি ভয় আসিতে লাগিল, কত যে কি বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম, কত যে কি চিন্তা আসিয়া বিকট মূর্ত্তিতে হৃদয়মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল, তাহা আর বলিবার নয়। নিকটে দাঁড়াইয়া শবদেহ কখনও আমি নিরীক্ষণ করি নাই। শবের অনুগামী হইয়া কখনও আমি ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে গমন করি নাই; যেমন করি নাই, তেমনই একবারে চরম সীমা পর্য্যন্ত চূড়ান্ত! একামাত্র আমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন বিভাবরীতে শোকে তাপে বিদগ্ধ হৃদয়ে একটী শবদেহের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া! সেই শবদেহ আবার কাহার? যিনি আমার হৃদয়সিংহাসনের প্রেমময়ী মহারাণী ছিলেন, তাঁহারই! উঃ! কি ভয়ঙ্কর কথা! সে কথা স্মরণ করিতেও সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হয়! অন্ধকারে শঙ্কা যেন মায়াপ্রভাবে কত ভয়ানক ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল! যে দিকে চাই, সেই দিকই অন্ধকার! সকল দিকেই যেন বিকট বিকট আকৃতি! অন্ধকারেরও আকৃতি আছে। কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না, অথচ যেন এক অন্ধকার শত

শত মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। ভয় আমার অবশ্যই হইয়াছিল, কিন্তু যে মর্ম্মান্তিক মহাশোকে আকুল, সে সময় ভয় আমাকে বড় একটা ভয় দেখাইতে সাহস করিল না। আসে আসে, দূরে;—নিকটে ঘেঁসিতে পারিল না। আমিও আর কোন দিকে চাহিলাম না। অবনত মস্তকে প্রিয়ার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ হয়, বৃষ্টির জলে যেমন বুদ্বুদ হয়, শোকাকুল অস্থির মনের চিন্তাও সেই প্রকার। একটী যায়, একটী হয়, আবার যায়, আবার হয়, একটীও স্থায়ী হয় না। সে রাত্রে আমার চিন্তারও সেই প্রকার অস্থির গতি। এই এক কথা মনে করিলাম, তখনই আবার সেটী ভুল হইয়া গেল। আবার এক কথা মনে পড়িল, আবার ভুলিয়া গেলাম। আকাশে যখন শাদা মেঘ থাকে, তূলার বস্তার ন্যায় সেই সকল মেঘ স্তবকে স্তবকে উড়িয়া বেড়ায়। বোধ হয় যেন পবন দেব বালক সাজিয়া তূলা উড়াইয়া খেলা করিতেছেন। আমার চিন্তাও অবিকল সেইরূপ। কত যে কি চিন্তা করিলাম, ধারণা করিতে পারিলাম না। হঠাৎ মনে হইল, ধর্ম্মশীল সত্যবান।—পতিপ্রাণা সাবিত্রী সতী এইরূপে মৃতপতি লইয়া কাননে বসিয়াছিলেন। এই আমি যেমন মৃত পত্নীর শয্যাতলে উপবিষ্ট রহিয়াছি, বিশ্বসতীত্বের অদ্বিতীয় আদর্শরূপিণী সতী

লক্ষ্মী সাবিত্রী দেবীও সেইরূপ মৃত পতি কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীজাতি, আমি পুরুষ। সেই তেজস্বিনী সাধ্বী ললনা যমরাজকে বঞ্চনায় প্রসন্ন করিয়া মৃত পতির জীবন দান করিয়াছিলেন। যে শক্তিপ্রভাবে সাবিত্রী দেবীর সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার, বিশ্বনাথের কৃপায় সে শক্তি কি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে পারে না? যদি পারে, এখনি, এই মুহূর্ত্তেই আবার আমি প্রণয়িনীধনের অধিকারী হইয়া এই নিদারুণ শোকানল শান্তিসলিলে সুনির্ব্বাণ করি। কেন পারে না? আমার হৃদয় ত নিষ্পাপ, আমার মানস ক্ষেত্র ত এখন পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, প্রাণাধিকা প্রেয়সী ভিন্ন আমি ত আর কিছুই জানিতাম না। প্রেমময়ীর সুপবিত্র প্রেমামৃত ভিন্ন অপর আর কিছুই ত আমার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না; এখন ত হয় না। তবে কেন আমি প্রিয়তমাকে পুনর্জ্জীবিত দেখিতে পাইব না? চিন্তার সঙ্গে একটু আশা আসিল। কুহকিনী আশা একবার যেন ভ্রূকুটী-ভঙ্গিতে আমার মুখের কাছে, একটু সুমধুর হাসি হাসিয়া চপলার মত লুকাইয়া গেল। যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার! একাকী আমি শবশয্যায় বসিয়া আছি, দূরে দুটি মশালের আলো দেখা গেল। পাঁচ সাতজন প্রতিবাসী লোক দ্রুতগতিতে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। বোধ হয় আমার সর্ব্বনাশের কথা

অগ্রেই তাহারা শুনিয়া থাকিবে, সেই জন্যই হয় ত সেই বিপদ সময়ে দেখিতে আসিয়াছে। সত্যই আমার সে অনুমান অব্যর্থ। তাহারা অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রিয়ার গুণের কথা উল্লেখ করিয়া বিস্তর আক্ষেপ করিল। নানা প্রকারে আমায় প্রবোধ দিল। প্রবোধ কি মানে? তাহাদের অশ্রু দর্শনে আমার নয়নাশ্রু আরও শত শত ধারে প্রবাহিত হইল। লোকেরা আমারে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমারে অনুনয় করিয়া কহিতে লাগিল, "আহা! এমন গুণবতী মেয়েটি অকালে আকাশে চলে গেলেন, বড়ই দুঃখের কথা! আহা! মায়ের মুখ আমরা কখনও দেখি নাই। কেবল আমরা কেন, বাহিরের কোন লোকই দেখে নাই। শুনেছি, রূপে নাকি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা! এখনও,—বলিতে বুক ফাটে, এখনও ইচ্ছা করে, মুখখানি একবার দেখে চক্ষু সার্থক করি।" অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহারা আমারে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি বিকল হৃদয়ে বিকম্পিত হস্তে প্রিয়তমার মুখাবরণ মুক্ত করিলাম। প্রাণশূন্য দেহ, তথাপি সেই রূপে তখন পর্য্যন্ত স্বর্গের জ্যোতি বিরাজমান! মুখখানি অনাবৃত করিয়াই চক্ষের জলে ভাসাইয়া অমনি আমি আবার তাহা আচ্ছাদিত করিলাম! তখন যে আমার মনের ভাব

কিরূপ হইয়াছিল, বলিয়া দিলেও কেহ তাহা বুঝিতে পারিবেন না। অনেকক্ষণ নিশ্বাস পড়ে নাই, অনেকক্ষণ চক্ষে জল ছিল না, অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারি নাই, অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া হতজ্ঞান হইয়া ছিলাম। লোকেরা নিকটে আসিয়াছিল, একটু সাহস পাইয়া ছিলাম, প্রাণের ভিতর যে শোকানল জ্বলিতেছিল, তাহা কে দেখে? জীবনশূন্য জীবনেশ্বরীর মুখচন্দ্র,—আঃ! তখনও মুখচন্দ্র! ঊষাকালের ম্লান শশী! সেই শশীরূপ আমার মানসাকাশে এখনও অহরহ উদয় হয়। উদ্দেশে সেই প্রেমপুতলীর প্রেম সুধা পান করি।

মনে আবার অনেক ভাবের খেলা হইয়া গেল। একটীও কথা কহিলাম না। প্রায় তিন চারি দণ্ড অতীত হয়, এমন সময় দেখি, আমাদের দুইটী পরিচারিকা,—আমার প্রিয়তমার নিত্য সহচরী পরিচারিকা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহারাও আসিয়াছে, সম্মুখে দেখি তিনখানি গাড়ী। গাড়ীতে কে কে? মাতুল, অগ্রজ সহোদর, আর সেই সমভিব্যাহারে আটদশটী আত্মীয়। প্রথম শকটের সারথি-আসনে আমাদের বাটির পুরাতন খানসামা চাকর বসিয়াছিল। তাহারে দেখিয়াই আমি জানিতে পারিলাম। জানিতে পারিয়াই শকট গুলির বেগরোধ করিতে বলিলাম। যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শকট হইতে অবতরণ করিলেন। যেরূপ সময়,

তাহাতে অন্য কথা, অন্য আলাপ সম্ভবেনা ; সাক্ষাৎমাত্র পুনঃ পুনঃ শোকাশ্রু বিনিময়ে অতি অল্পক্ষণ অতিবাহিত হইল।—সেই শরৎ-উৎফুল্ল-পদ্মাক্ষী, শরদ্‌পঙ্কজ-লোচনা রাজলক্ষ্মীর মৃতদেহ সযত্নে বহন করিয়া আমরা শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কি! কোথায় যাইতেছি? শ্মশানে? জীবনসর্ব্বস্ব, সংসারসর্ব্বস্ব, হৃদয়সর্ব্বস্ব প্রাণাধিকা প্রিয়তমারে শ্মশানে বিসর্জন দিতে যাইতেছি? হায়! হায়! হৃদয়! এখনও তুমি আছ?—বিদীর্ণ হও! দেখি তোমার মাঝখানে আমার হৃদয়প্রতিমা চিত্র করা আছে কি না?

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

শ্মশান!—প্রতিমা বিসর্জন।

"তরঙ্গ মালিনী ঘোরা, তরণিজ্ঞা ভয়াবহা।"

"'Tis torture, and not mercy: heaven is here,
Where Juliet lives; and every cat and dog,
And little mouse, every unworthy thing,
Live here in heaven, and may look on her,
But Romeo may not,——"

* * * * *

"No sudden mean of death, though ne'er so mean,
But—banished—to kill me; banished?"

Shakspeare.

আমরা ভাগীরথী কূলে উপস্থিত হইলাম। নিমতলার ঘাট। গঙ্গায় ভীষণ তরঙ্গ ;—আকাশে মেঘ।—মেঘের সঙ্গে বাতাসের ভাবও আছে, শত্রুতাও আছে। শত্রুভাব মিত্রভাব এক সময়ে যদি কেহ দেখাইতে পারে, সে কেবল পবন। পতিতপাবনী ভাগীরথী কুল কুল করিয়া হাসিয়া হাসিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটিতেছেন, আকাশ তাঁহাকে তারা-হার পরাইয়া দিয়াছেন ; তত যে মেঘ, তত যে অন্ধকার, তথাপি পবন এক এক বার পক্ষ সঞ্চালন করিয়া গগনের এক এক স্থান পরিষ্কার করিতেছেন, ছোট বড় কতকগুলি নক্ষত্র হার হইয়া, ধুকধুকি হইয়া ভাগীরথী-বক্ষকে সাজাইয়া

দিয়াছে। ভীম তরঙ্গ দর্শনে আমি করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছ? আজ আমার জ্ঞান নাই, যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলিব। মা! সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করিও না। অন্ধকার গগনের ছায়া তোমার নীল জলে প্রতিবিম্বিত; অন্ধকারের ভিতর ছোট ছোট নক্ষত্র, তারা তোমার কণ্ঠহার; এত সাজ গোজ পরিয়া মা! কুলকুলস্বরে হাসিতে হাসিতে কোথায় ছুটিতেছ? বুঝিয়াছি। পতি সমাগমে,—সিন্ধু—সমাগমে। মা! তুমি আজ অভিসারিকা;—সিন্ধুসমাগমে, প্রেমসিন্ধু সিন্ধুপতি সমাগমে তোমার আজ এই চঞ্চলা গতি। মা! পতিসহবাস যে কি সুখ, তাহা তুমি জান। আমি আজ তোমার কোলে আমার একটী প্রাণসর্ব্বস্ব, প্রাণাধিকা, প্রিয়তমা বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছি। সঙ্গে করিয়া লইয়া চল। তোমার শান্তিসলিলে এক দিন সগরবংশ উদ্ধার হইয়া সুশীতল হইয়াছিল। মা! আমারও বাসনা সিন্ধু সঙ্গমে সেই রকমে এই তাপিত প্রাণ যুড়াইব। ভাগীরথি! প্রেম যে কি অমূল্য পদার্থ, তাহা তুমি জান, প্রেমের জন্য একটী যজ্ঞস্থল প্লাবিত করিয়া গণ্ডুষে জহ্নু মুনির উদরে তুমি প্রবেশ করিয়াছিলে, প্রেমের জন্য শান্তনু রাজারে বরণ করিয়া বসুপ্রসবিনী হইয়াছিলে, এখন তুমি সর্ব্ব জীবের উদ্ধারকারিণী পতিতপাবনীরূপে এই ধরাধাম পবিত্র করিতেছ, আমি

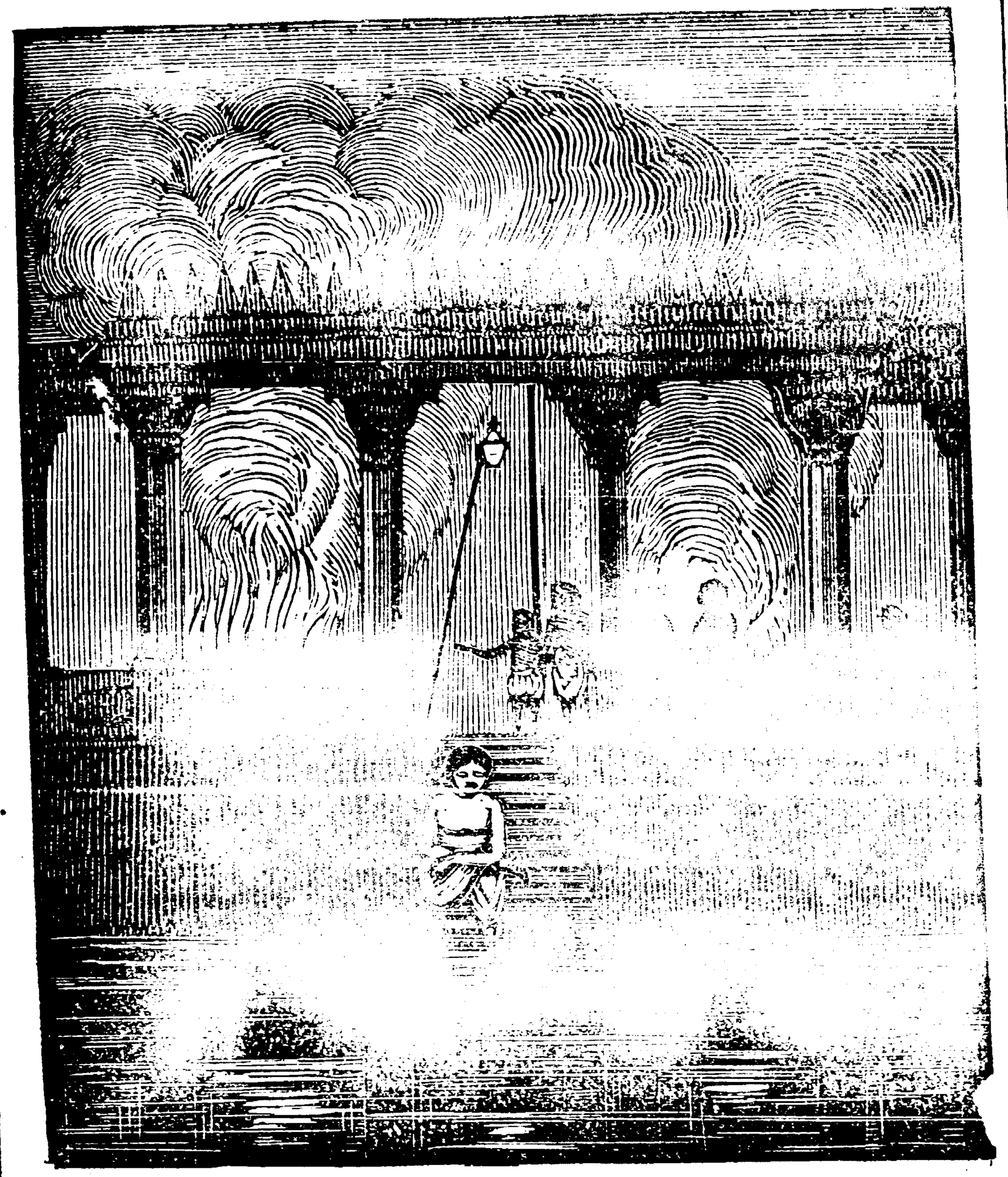

তোমারে প্রণাম করি। একটু দাঁড়াও, এত চঞ্চলা হইও না। আমার দুঃখে কুল কুল করিয়া অত হাসিও না। দাঁড়াও, এক সঙ্গে আমাদের লইয়া চল।

পাগলের মত এই রকমে কত কি বলিলাম, গঙ্গা কিছুই শুনিলেন না। প্রবল স্রোতে দক্ষিণবাহিণী হইয়া

পূর্ব্বে পশ্চিমে ঢেউ দিতে দিতে বিনা কটাক্ষে ক্রমশঃই অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। নিম্ন সোপানে দণ্ডায়মান হইয়া পুনরায় আমি চীৎকারস্বরে ডাকিয়া কহিলাম, বিষ্ণুপদি ! আমার শেষ নিবেদন, একটী অবলা কুলবালা আপনার আত্মাকে নিত্যধামে প্রেরণ করিয়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছে। কোলে তাহারে স্থান দেও। শ্রীচরণের ছায়া দেও। পলায়ন করিতেছ কেন? তুমি যদি এরূপে নিষ্ঠুর হইয়া পলায়ন কর, তবে আর তোমাকে পতিতপাবনী কে বলিবে মা ?

সমস্তই আমার বিফল হইল। স্রোত আর থামিল না। সেই স্রোতের জলে আমি ছায়া দেখিলাম, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা ! ! ! মন যেন একেবারে অগ্নিশিখায় স্তবকে স্তবকে জ্বলিয়া উঠিল। ত্বরিত পদে,—ত্বরিত অথচ কম্পিত মন্থর পদে শ্মশানপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। যে শিখার ছায়া পড়িয়াছিল গঙ্গাজলে, আঁখি পুতুলে সেই শিখা জাজ্বল্যমান! যে প্রতিমা অতি সাবধানে অতি যত্নে ধারণ করিতাম, সেই কুসুম প্রতিমা আমার প্রজ্বলিত হুতাশনে ভস্ম হইতেছে! দেখিলাম, কি যে দেখিলাম, আমার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী কেহ যদি জগতে থাকেন, তাঁহাদিগকে বলিব, এই ক্ষেত্রেই বলি, জ্বলন্ত চিতানলে আমার প্রাণপুতলী দগ্ধ হইতেছেন! আমি যে তখন কতদূর উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম,

কাহাকে বলিব? চিতা যে তখন কত তেজে জ্বলিতে ছিল, কাহাকে বলিব? একজন প্রাচীন গঙ্গাপুত্র* আমার প্রেয়সীর উজ্জ্বল চিতানল দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞানে অবাক্ হইয়া রহিল। তাহার একজন অনুচর যুবা সবিস্ময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "একি আশ্চর্য্যকাণ্ড? অনেকে ত এখানে ভস্ম হয়! এমন ত অদ্ভুত কাণ্ড কখন দেখি নাই। হয় ত এই দেহের ভিতর ইহারা কোন প্রকার আরক দিয়াছে; সেই আরকের তেজে এই দেহ এতদূর সতেজে জ্বলিয়া উঠিতেছে। তাহা যদি না হইত, তবে এত চিতা থাকিতে এই চিতা এত সতেজ হইতেছে কেন?"

হাস্য করিয়া বৃদ্ধ উত্তর করিল, "জানিস না তোরা—চুপ করিয়া দেখ! এ চিতায় লক্ষ্মী আছেন, আরক নাই। এ চিতায় সতী আছে; সতী-দেহ এই রকমেই ভস্ম হয়।"

সত্যই তাই, একটী শব দাহ করিতে অতি কম পাঁচ ছয় দণ্ড লাগে। কিন্তু মধুমতী ঘৃতকুমারী প্রিয়া আমার তিন দণ্ডের মধ্যে ভস্মশেষ হইয়া আমার চিরানন্দ নয়নের অন্তর হইয়া গেলেন! লোকেরা হরিধ্বনি দিল, আমার হৃদয়ে বজ্রধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। গঙ্গা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। জোয়ার নয়। জোয়ারে ভাগীরথী উত্তরবাহিনী; দক্ষিণে ভাটা। প্রেয়সী আমার দক্ষিণদিকে

* মুর্দ্দফসার।

যাইবেন, আদরে কোলে করিতে হইবে বলিয়াই বিশ্ব-জননী হয়ত পূর্ব্বেই দক্ষিণ সাগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কে জানিবে, কে বুঝিবে, কে বলিবে? গঙ্গায় অনেক কাদা। জলে পা রাখিয়া সেই কাদায় আমি বসিলাম। গঙ্গায় গগনের ছায়া ছিল, সেই ছায়া দেখিলাম। গঙ্গা অন্ধকার, আকাশ অন্ধকার, ছায়া অন্ধকার, আমার হৃদয় অন্ধকার। সেই অন্ধকার সাগরে প্রতিমা বিসর্জ্জন হইল। আমি স্থির হইলাম। স্থির হইয়া কি থাকা যায়? কতক্ষণ স্থির হইয়া থাকিব? শ্মশান যে কি ভীষণ স্থান, পূর্ব্বে কখন দেখা ছিল না! দেখিবার জন্য হুতাশে,উদাসে, শূন্যহৃদয়ে সেই প্রেতভূমিতে প্রবেশ করিলাম। সারি সারি চিতা, চতুর্দ্দিকে শোককণ্ঠের আর্ত্তনাদ। সকল লোকেই শশব্যস্ত। এক রকমে নহে, কেহ কেহ উৎসাহে আমোদে উন্মত্ত,—কেহ কেহ মহাশোকে আচ্ছন্ন, বিহ্বল, অবসন্ন। চাহিবার শক্তি ছিল না, কে যেন আমারে জোর করিয়া চাহাইয়া দিল—আমি দেখিলাম, শ্মশান।

ভীষণ শ্মশান ভূমি অনন্ত অনল,
জ্বলিতেছে চারিদিকে বিভীষণ শিখা,
উঠিছে-গগন ব্যাপি প্রচণ্ড প্রতাপে।
বালক বালিকা বৃদ্ধ পরমায়ু শেষে,
জ্বলিছে শ্মশান ভূমে, নিদ্রিত নিরবে,
বিকট দুর্গন্ধধূম উড়িছে আকাশে,

ভূত প্রেত থাকে থাকে নাচে চারিদিকে,
নাচে আর হাসে গায় কৌতুক বিলাসী
প্রমথনাথের সঙ্গে প্রমথের দল।
সদানন্দ নিত্যানন্দ ভীষণ শ্মশানে।
কাঁদিছে জননী কার পুত্রশোকাতুরা
বক্ষে করাঘাত হানি ছিঁড়ি কেশ পাশ,
নিশ্বাসে উড়ায়ে মায়া পাগলিনী বেশে,
জ্বলন্ত চিতায় যান সমর্পিতে দেহ,
ধরাধরি কোরে রাখে আত্মীয় বান্ধব।
মুখে সকরুণ বাণী কোথা বৎস! কোথা,
কোথা পলাইয়া গেলি কাঙ্গালিনী করে
কাঙ্গালিনী মায়ে তোর কারে দিয়ে গেলি?
হা পুত্র! কত যে দুঃখে প্রসবিয়া তোরে,
কত যত্নে পালিয়াছি প্রাণে অবহেলি,
ত্যজিয়ে আহার নিদ্রা ত্যজিয়ে বিলাস,
পেলেছিনু বাছা তোরে কত সুখ আশে,
তার কিরে বাছা তুই দিলি এই ফল?
হা পুত্র! হৃদয়-রত্ন খেলাধূলা ভুলে
কোথা পলাইয়া গেলি ত্যজিয়ে আমায়?
প্রতিধ্বনি হলো ধ্বনি জাহ্নবী সলিলে।
উঠিল সে প্রতিধ্বনি অনন্ত গগনে,
অশ্রুধারে ভেসে আমি শুনিনু নীরবে।

নীরবে শ্মশানে মম জীয়ন্তে মরণ।
কাঁদিতেছে এক রামা জাহ্নবী সোপানে,
দাঁড়াইয়া মুক্তকেশে পাগলিনী প্রায়,
ভীমনাদে উচ্চারিয়া প্রাণেশের প্রেম।
কাঁদিছে প্রেমিকা সতী চক্ষু ভাসে জলে।
কহিছে আকাশে চাহি যুড়ি ছুটী কর
সত্য কিহে ত্যজ্য করি গেলে প্রাণেশ্বর?
কত সাধনের ধন প্রাণেশ আমার,
কত সাধে পূজিয়াছি তব শ্রীচরণ,
কত কথা বলিয়াছি সোহাগে সোহাগে,
অপমান করিয়াছি মজি অভিমানে,
সকলি কি মনে ছিল? তাই কি এখন
প্রতিফল দিবে বলে নেত্র অলক্ষিতে
ছেড়ে গেলে পরিহরি জীবন জীবন?
আর না সহিতে পারি বিরহ তোমার।
পায়ে ধরি ক্ষমা কর এস প্রাণধন!
তোমার বিরহে মরে তব প্রেমাধিনী।
ক্ষমা কর দয়া কর জীবন ঈশ্বর,
দাসী আমি চিরদিন চরণে তোমার,
দাসীরে বঞ্চনা করা ধর্ম্ম একি তব?
পুড়িব তোমার সাথে, যেখানে যাইবে,
সেই খানে যাব আমি সঙ্গ না ছাড়িব,

সতীর জীবন-পতি বিধাতার লিপি,
পতি ছেড়ে সতী কভু বাঁচিবে না প্রাণে।
শুনিলাম বামাদের অন্তিম রোদন,
শৃগাল কুকুর কাঁদে তাহাদের শোকে।
আকাশ পাতাল কাঁদে ভৈরব নিস্বনে।
প্রেয়সী বিরহী আমি প্রতিধ্বনি করি,
হাহারবে কাঁদিলাম হা প্রাণেশী বোলে।
কোথায় প্রাণেশী মম দেখায়ে কে দিবে?
বিদায় জন্মের শোধ সংসার কাননে।
সে পবিত্র প্রেম আর সে প্রেম প্রতিমা,
আসিবে না হাসিবে না, জনম মতন
ফুরায়েছে খেলা ধূলা। কাঁদিবার তরে,
জন্মেছিনু ধরাধামে কাঁদিব কেবল,
নয়নের জল শুধু জীবন সম্বল।
বিসর্জ্জিয়া স্বর্ণলতা ভাগীরথী জলে,
ফিরিলাম গৃহধামে স্বজনের সহ।
কার তরে ফিরিলাম? জ্ঞান নাহি ছিল।
শূন্য গৃহে পশিলাম, প্রিয়া অদর্শনে।
কি যে সে যাতনা প্রাণে কহিব কাহারে?
প্রাণময়ী প্রতিমার চির বিসর্জ্জন!
নয়নে হেরিনু যেন ব্রহ্মাণ্ড আঁধার।
অনলেতে ভস্মসাৎ প্রেয়সী আমার!

ইচ্ছা ছিল ঝাঁপ দিব ভাগীরথী জলে।
কিম্বা প্রবেশিব সেই চিতার অনলে।
হলো না বাসনা পূর্ণ রহিল জীবন,
প্রেমময়ী প্রতিমার চির বিসর্জ্জন!
প্রিয়া বিনা অন্ধকার দেখি ত্রিভুবন,
রয়েছি কেবল সার করিয়ে রোদন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

আমার তনয়া।

" দিচ্ছেন নিচ্ছেন বার বার
তাঁর খেলা ভাই বুঝা ভার!"

শান্তিরাম।

" O Fairest flower, no sooner blown but blasted,
Soft silken primrose fading timelessly,
Summer's chief honour, if thou hadst outlasted
Bleak winter's force that made thy blossom dry;
For he, being amorous on that lovely dye,
That did thy cheek envermeil, thought to kiss,
But kill'd, alas! and then bewail'd his
fatal bliss."

Milton.

শ্মশান অতি সুখের স্থান। যিনি যেরূপ বলিতে ইচ্ছা করেন, বলুন, আমি ত বলি পবিত্র শান্তিক্ষেত্র। প্রিয়া আমার সেই সুখময় শান্তিক্ষেত্রে জন্মের মত জুড়াইলেন, আমি কেবল দগ্ধ হইতে থাকিলাম। আমার জীবনলতা স্বর্ণলতাকে শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়া গৃহে আসিলাম। গৃহ যেন আমাকে গ্রাস করিতে আসিল। দুই বৎসর কাল যে প্রেমানন্দসুখে আমি নিত্যানন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, এখন আমি সেই সুখে চিরবঞ্চিত! হতজ্ঞান

হইয়া গৃহধামে আমি একাকী বাস করিতে লাগিলাম। সব আছে, তথাপি যেন কিছুই নাই, কেহই নাই। শুধুই যেন সংসারে আমি একা। যে দিকে চক্ষু দিই, সেই দিকই শূন্য! এইরূপে শূন্য হৃদয়ে, শূন্য মানসে এক মাস অতিবাহিত হইল। আমার অভাগা মাতৃহীনা কন্যাটী জন্ম-উদ্যান হইতে আমার বাড়ীতে আসিল। আহা! অজ্ঞান বালিকা, পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিল, কিন্তু জননী চিনিল না! ভূমিষ্ঠ হইবার অষ্টাহ পরেই জননীরে প্রেতভূমে প্রেরণ করিল! তাহার দুঃখই বড় দুঃখ! তাহার মুখ দেখিয়া আমার হৃদয়ে শতগুণ আগুন জ্বলিল! তথাপি,—তথাপি তাহারে দেখিয়া আমি যেন কতক আশ্বাস প্রাপ্ত হইলাম। এক দিকে আশ্বাস, এক দিকে নিদারুণ শোকের বেগ। মাতৃহারা দুগ্ধপোষ্য বালিকা; তাহার অবয়বে হৃদয়েশ্বরীর ছবি দেখিলাম। অশ্রু আমার দর্শনশক্তির বাধা দিল। কেবল যেন ছায়া দেখিতেছি, আর, একটী কি মনে করিতেছি, হু হু করিয়া হৃদয়ানল জ্বলিয়া উঠিতেছে! কি মনে করি? কি যেন ছিল; কি যেন দেখিতে পাইতেছি না। প্রিয়ার প্রতিবিম্বস্বরূপ সেই অভাগা তনয়া আমার যেন তথনকার জীবনযষ্টিরস্বরূপ হইল। তাহারই লালনপালনে নিত্য নিরত থাকিয়া আমি যেন একটু একটু অন্যমনস্ক হইতে শিখিলাম। শিখিলে কি হয়, কেহ আমার দোসর

ছিল না। বহু পরিবারের মধ্যস্থলে থাকিয়াও আমি যেন একাকী বনবাসী বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম। কেহই অযত্ন করিতেন, কি না করিতেন, তাহা আমি বুঝিতাম না; মন প্রবোধ মানিত না, স্নেহকাতর মনে সৰ্ব্বদাই যেন সংশয় আসিয়া দেখা দিত। নয়নের তারা, হৃদয়ের পুতলী, কেহ তাহারে স্নেহ করে, কি যত্ন করে, আমার বিশ্বাস হইত না। সৰ্ব্বদাই মনে হইত, আমিই যেন একমাত্র সংসারে তাহার অবলম্বন, সৰ্ব্বদাই ভাবিতাম, সেই যেন সংসারে আমার একমাত্র অবলম্বন। স্বহস্তে দুগ্ধ পান করাইতাম, জননীর মত যত্ন করিতাম, কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতাম। আমিই যেন তাহার জননী। মনে করিতাম, সেই যেন আমার জননী। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, ভ্রমণে, যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকিতাম, কেবলই মনে পড়িত সেই আমার প্রাণাধিকা দুহিতা;—দয়িতাবিরহ ভুলিবার সেই যেন একমাত্র আমার হৃদয়ব্যাধির মহৌষধি। তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। সকলে সকল কাজ করে, আমার মনে হয়, কেহই কোন কাজ করে না। সন্ধ্যাকালে দাসীরা গৃহে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া যায়, আমি মনে করি, অন্ধকার।—কেহ সে ঘরে সন্ধ্যা দেয় নাই। আবার আমি স্বহস্তে প্রদীপ জ্বালি, আলোতেও যেন অন্ধকার। পিপাসায় জল চাই, দিয়া যায়, মনে করি, দিলে না! আবার

নিজে আমি জল গড়াইয়া খাই, খাই কি ফেলি, মনে থাকে না, তৃষ্ণা ভাঙ্গে না। মনে ভাবি, আমার কেহ নাই, মেয়েকে তারা দুধ খাওয়ায়, আমি ভাবি, খাওয়ায় নাই, স্বহস্তে আবার খাওয়াই। উদ্গার করে, রোদন করে, তথাপি আমার মনে কিছু প্রত্যয় আসে না। ধাত্রীকে বিবিধ প্রকারে তিরস্কার করি। হাসি আসে, দুঃখ আসে, ভ্রান্তি আসে, শান্তি আসেন না। স্নেহে বাড়বানল জ্বলে, রোষে দাবানল জ্বলে, চক্ষে জল আইসে না, কখন অগ্নি নির্গত হয়, কখন যেন রুধির বর্ষণ করে। কি যে বলি, কি যে ভাবি, কি যে করি, কিছুই মনে থাকে না। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভাল হইয়া গিয়াছে, নিদ্রাসুখ ভাল হইয়া গিয়াছে।—গৃহে আছি কি অরণ্যে আছি, জ্ঞান নাই। স্বহস্তে সকল কর্ম্মই করি; আমিই গৃহী, আমিই গৃহিণী। অধিক কথা কি, এত লোক থাকিতেও প্রদীপের সলিতাটী পর্য্যন্ত আমি নিজে পাকাই। এত যে কাজ করি, কিন্তু কিছুই ভাল হয় না। করিতে যাই ভাল, মনে করি, করিতেছি ভাল, কিন্তু ফলে ঘটে বিপরীত। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা আমারে সুস্থ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেন, শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইয়া, সংসারপ্রমাণ দেখাইয়া অশেষ বিশেষে প্রবোধ দিতেন, অসাড় হৃদয়ে বিষ বর্ষণ হইত। সুখের সময় সেই সকল বন্ধুবান্ধবের হিতোপদেশে হয় ত সুধা ফল ফলিতে পারিত, কিন্তু

তখনকার,—উঃ! তখনকার সেই যে আমার মনোবেগ, কোন প্রবোধবাক্যে কি তাহার নিবৃত্তি হয়? কোন সুশীতল বারিতে কি সে অনল নির্ব্বাপিত হয়? জ্বলন্ত অনলাক্ষরে যে ছবি হৃদয়পটে আঁকা, কাহার সাধ্য সে পটে সে ছবি স্পর্শ করে? কাহার সাধ্য লয় করে? হিমালয় যেমন অচল, প্রেম তেমনি একটী অচল পদার্থ। অচল অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্থির। ঝড় হউক, বৃষ্টি হউক, বজ্রাঘাত হউক, পৃথিবী রসাতলে যাউক, মনের বেগ কিছুতেই অন্য দিকে টলে না। আমার তখন প্রেম উন্মাদ, বিরহ উন্মাদ, একটী কন্যা মাত্র ভরসা, সেই কন্যাকে লইয়া একবার আমি শান্ত, একবার আমি ভ্রান্ত, এক একবার আমি সুখী, এক একবার আমি উন্মাদ। শৃঙ্খলবদ্ধ পোষা পাখী যেমন উড়িবার সাধ করে, স্বাধীন হইয়া বন-তরুশাখায় বিহার করিবার বাসনা করে, কিন্তু পারে না, পিঞ্জরের পাখী যদিও শিকল কাটিয়া উড়িয়া যায়, কিন্তু উড়িয়া যাইতে পারে না। উড়িতে উড়িতে ঝুপ করিয়া পড়িয়া যায়। হয় বিড়ালে ভক্ষণ করে, না হয় দুই এক দিনের জন্য অপরে ধরিয়া রাখে; কিন্তু তাহারে সুখী করিতে পারে না। সমস্ত চেষ্টাই বিফল। প্রণয়ের আদর্শ হংসহংসী কপোত কপোতিনী। তাহাদের প্রণয়ের নিকটে অনেক শত্রু আসিতে পারে, কিন্তু শুভযোগ, সুমিলন, আমার অদৃষ্ট তাহার দৃষ্টান্ত। কোন প্রবোধ মানি-

লাম না। কোন উপদেশ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল না। কোন নূতন রূপ আমার চক্ষু দর্শন করিতে চাহিল না। মাতৃহারা বালিকারে লইয়া আমি পাগল হইয়া রহিলাম।

আরও দেড় বৎসর অতীত হইয়া গেল। এইরূপ শোকে দুঃখে মনস্তাপে সেই দুর্জ্জয় বিরহ দেড় বৎসর আমি সহ্য করিলাম। ভীষণ কুজ্‌ঝটিকা আমার হৃদয়াকাশে মহাবেগে প্রবাহিত হইয়া গেল, প্রিয়াবিরহে আমি সর্ব্বশক্তি শূন্য হইয়া অসাড় হইয়া পড়িলাম। সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া পড়িল। যাহা একটু আলো ছিল, মহা নিষ্ঠুর ঝটিকায় তাহাও অকালে নির্ব্বাপিত। দেড় বৎসর বয়সে আমার প্রিয়তমার প্রতিবিম্বস্বরূপিণী প্রাণাধিকা কুমারীটী অকস্মাৎ নিষ্ঠুর কালের করাল কবলে কবলিতা!! যেটীর মুখ দেখিয়া, যেটীকে কোলে লইয়া বিরহান্ধকারে অষ্টাদশ মাস আমার সন্তপ্ত হৃদয়ে একটু একটু আলো ছিল সেটী এখন নাই!!! একবারেই সমস্ত আশা নির্ম্মূল!!! হৃদয়দীপ নির্ব্বাপিত!!! প্রাণপাখিটী আমায় ফাঁকি দিয়া উড়িয়া গেল!!!

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

সব গেল!

"হায়! আমি কি ছিলাম, কি হইলাম!
সাগরে ডুবিয়া কেন নাহি মরিলাম!"

হায় হায়! প্রাণময়ী প্রেয়সী আমার!
কোথা পলাইয়া গেলে, আসিবে না আর?
কত ভালবেসেছিলে, বেসেছিনু কত,
একেবারে ভুলে গেলে জনমের মত!
প্রেমধনে চিরধনী হইবার আশে,
বেঁধেছিনু তোমাধনে প্রেম-আশা-পাশে,—
কেমনে ছিঁড়িলে প্রিয়ে! সে প্রেম বন্ধন!
কোথা লুকাইয়া গেলে জীবনের ধন!
আমার আহার বিনা হ'ত না আহার,
অহরহ ছিলে তুমি মম কণ্ঠহার॥
কোথায় করিছ এবে আহার বিহার,
দেখ এসে করি আমি সদা হাহাকার!
এস এস ফিরে এস, এসে দেখে যাও!
হৃদয়ের রাজরাণী হৃদয় জুড়াও।
নিয়ত যাহারে হেরে নাচিত হৃদয়,
তার অদর্শন-বাণে জীবন সংশয়!

কে আর করিবে মোরে আদরে যতন,
কে আর তেমন করে জুড়াইবে মন!
আধ ঘোমটায় ঢাকি নলিন আনন,
কে আর তাম্বূল করে করিবে অর্পণ
তাপিত হতেম যবে সংসারের তাপে
জ্বলিত চিন্তার বহ্নি বিষম প্রতাপে,
হেরি তব চন্দ্রানন পিপাসী নয়নে,
জুড়াত তাপিত প্রাণ সুধা বরিষণে।
সেদিন কি দিন সতি! সেদিন কি দিন!
তোমা বিনে আজি আমি প্রেমে দীনহীন!
কত কি করিছে খেলা মানসে আমার,
কারে বলি তুমি নাই নিকটে আমার!
পলে পলে দশদিক্ দেখি শূন্যাকার,
মানসে জিজ্ঞাসি কোথা প্রেয়সী আমার!
ফুরাইল খেলাধূলা জীবনের তরে,
আর কি হইব সুখী সংসার ভিতরে?
সুখের প্রতিমা তুমি সুখ-শশী প্রায়,
কত যে সুখের আলো দেখাতে আমায়,
তমোরূপী রাহু এসে গ্রাসিল সে সুখ!
আর কি হেরিব প্রিয়ে তব বিধু মুখ?
বিধুমুখি! তব মুখ দেখি মনে মনে।
সেই মুখ ধ্যান করি শয়নে স্বপনে॥

ধ্যানে, জ্ঞানে, মনে, প্রাণে, বিরাজ সদাই,
তুমি নাহি দেখ প্রাণ আমি দেখা পাই!
গেলে গেলে ছেড়ে গেলে প্রাণেশী আমার,
তোমার বিরহ আমি করিলাম সার!
অন্তরে তোমারে রেখে ভাবিব অন্তরে,
বিচ্ছেদেরে বসাইব হৃদয় অন্তরে!
আয় রে বিচ্ছেদ আয় রাখি সযতনে,
হৃদয় মাঝারে তোরে গাঁথি প্রাণে মনে!
ভাবিলেও কেঁপে কেঁপে উঠিত যে প্রাণ,
সে প্রাণ বিচ্ছেদ তোরে করিলাম দান!
বিকানু তোমার কাছে, হইনু তোমারি,
আজিরে তোমার আমি তুমি রে আমারি,
ভুলিনু সকল আমি হারানু সকল,
তুমি রে হইলে শুধু জীবন সম্বল!
অন্তরে অন্তরে থাক দোঁহে মিলে থাকি,
প্রাণে প্রাণে তুই ডাক আমি তোরে ডাকি!
আজি হ'তে হ'লি তুই মম হৃদি হার,
তোতে মোতে ছাড়াছাড়ি হবে নাকো আর।
বিচ্ছেদ! বিচ্ছেদে তোরে করি আলিঙ্গন,
প্রিয়ার বিচ্ছেদ হ'লে জুড়াব জীবন,
হলিরে সঙ্গের সাথী যত দিন বাঁচি,
তোরে কোলে করে ভবে বেঁচে আমি আছি!

ছুটীতে মিলিয়ে আয় করি রে রোদন,
তুমি ভিন্ন হ'লে পরে পাবনা সে ধন !
হলি মোর কণ্ঠমালা তুই রে বিচ্ছেদ!
তোরে নিয়ে ভুলে যাই প্রেয়সীর খেদ !
তারে তারে তারে তারে গাঁথা রবি তারে।
তোরে হারা হ'লে আমি পাবনা ত তারে,
তারে আমি দেখা পাব তোরে যদি পাই,
আমার আমার হয়ে থাকিস সদাই।
ছাড়াছাড়ি হবে নাকো যাবত জীবন,
তুই রে বিচ্ছেদ মোর জীবনের ধন !
এই প্রেমে সাক্ষী থাক জগত সংসার,
প্রেয়সী বিরহ সার বিচ্ছেদ আমার !

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

বিরহ স্বপ্ন।

"Methought I saw my late espoused saint
Brought to me, like Alcestis, from the grave,
Whom Jove's great son to her glad husband gave,
Rescued from death by force, though pale and faint.
Mine, as when wash'd from spot of child-bed taint
Purification in the old law did save,
And such, as yet once more I trust to have
Full sight of her in heaven without restraint,"

Milton.

এক দিন কার্য্যাবসানে রাত্রি দশ ঘটিকার পর আমার শূন্য গৃহে উপস্থিত হইলাম! আসিয়া কেবল চিন্তা ভিন্ন আর কাহাকে ও সহচরী দেখিলাম না!

ওঃ! কি যন্ত্রণা! নিদ্রাকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত আমি শয়ন করিলাম। নিদ্রা তখন আর আমার কাছে আসিবে কেন? নিমন্ত্রণ করিলাম, সে নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিলেন না! করিবেন কেন? শয়ন করিয়া প্রিয়া বিচ্ছেদে অর্দ্ধ রাত্রি এ পাশ ও পাশ করিয়া, উঠ,

বোস করিয়া দারুণ যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম। ডাকিলাম, মায়াবিনী নিদ্রাসতি! স্বপ্নদেবি! কোথায় তোমরা! জীবনে আমার সুখ নাই সত্য, কিন্তু তোমরা কি আমারে এক মুহূর্ত্তের জন্যও মোহ দিতে পার না? যেটী আমার জীবনের এক মাত্র কল্পতরু ছিল, সেটী ত চলিয়া গিয়াছে, তবে আমি বাঁচিয়া আছি কি জন্য? যদি আছি, তোমরা তবে সময় সময় সদয় হইয়া সে বিরহ ভুলাইয়া দাও না কেন? আয় মা! নিদ্রে! আয় মা! আমার চক্ষুকে একবার আচ্ছন্ন কর! তুমি দেখিতেছ না, যে দিকে চাই, সেই দিক অন্ধকার! চাহিতে যাতে না পারি, ক্ষণকালের জন্য তুমি মা তাই কর।

এস মা ধাঁধিয়া দাও যুগল নয়ন,
আর আমি নাহি পারি সহিতে যাতনা,
প্রেয়সী-বিচ্ছেদানলে দহিছে আমায়,
দেহি দেহি দেহি মাগো, দেহি শান্তিজল!
যার রূপ হেরিতাম শয়নে স্বপনে,
যার রূপ বিরাজিত নয়নে আমার,
সেই প্রেমময়ী প্রিয়া আমারে ছাড়িয়া
কোথা পলাইয়া গেছে খুঁজিয়া না পাই!
আর কেন! বৃথা তারে আর খুঁজিব না,
খুঁজিলেও ফিরিবে না মম প্রাণাধিকা!

এস মা ঘুমের ঘোরে বুজাইয়া আঁখি,
আয় প্রিয়ে! আয় প্রিয়ে! এই বলে ডাকি।

বলিতে বলিতে তন্দ্রার আবির্ভাব হইল। স্বপ্নে দেখিলাম, প্রাণপ্রতিমা প্রেয়সী আমার যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া। সেই রূপ, সেই বস্ত্র, সেই অলঙ্কার, সিঁতায় সেই সিন্দুর, বিধুমুখে সেই মধুহাসি, মুক্তকেশী প্রাণেশ্বরী সম্মুখে আমার যেন দাঁড়াইয়া। আলিঙ্গন করি করি মনে করি; চন্দ্রমুখে প্রেমচুম্বন করি করি মনে করি,—পারি না। তন্দ্রার অবসান হইল। যে সুখসাগরে ভাসিতেছিলাম, সে সাগর শুকাইয়া গেল। স্বপ্নে যেন ছাদে উঠিলাম। দেখি, আকাশে রক্তবর্ণ মেঘ উঠিয়াছে। অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিলাম, মেঘকে যেন সাগর বলিয়া বোধ হইল। জাহাজ ভাসিতেছে, নৌকা চলিতেছে, নাচিতেছে, উঠিতেছে! অতুল আনন্দ। যাদের আনন্দ, তাদের। সাগরের জলে আমার অন্তর যেন জ্বলে যায়। জলে কেন জ্বলে, বুঝিতে পারি না। ঘুম আসিতেছিল, চিন্তাকে যেন রাক্ষসী মনে করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেলাম। নিঃসাড়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমি শয়ন করিয়া থাকিলাম। কত কি ভাবিতেছি, শিশুকালে যে অবস্থা, যৌবনে যে অবস্থা, সমস্তই চিন্তা করিতেছি। হঠাৎ মনে পড়িল, প্রণয়ের নিকুঞ্জ কানন; আমি যেন সেই কাননে বসিয়া আছি, প্রিয়া যেন

আমার কাছে বসিয়া আছেন, আকাশে যেন চাঁদ উঠিয়াছে, আমার প্রাণের চাঁদ আমার একখানি হাত

ধরিয়া যেন হাসি হাসি মুখে বলিতেছেন, ঐ চাঁদ, ঐ চাঁদ, ঐ আমার হৃদয়-চাঁদ। সে কথায় আমি উত্তর করিলাম না। হাতে যেন হাত দিলাম, মুখে যেন মুখ

দিলাম, কথা কহিতে পারিলাম না। স্বপ্নে বুঝি কথা কহা যায় না। কেন যায় না? অনেক কথা আমি কহিয়াছি। যারে আমি প্রাণের প্রাণ বলিয়া জানি, স্বপ্নে তার সঙ্গে কথা কব না কেন? স্বপ্নে কাঁদা যায়, স্বপ্নে হাসা যায়, স্বপ্নে প্রেমের কথা বলা যায়, কিন্তু বিচ্ছেদে ছুটিয়া পলান যায় না! যাঁহারা সংযোগী, যাঁহারা বিয়োগী, তাঁহারা সাক্ষী হইতে পারেন, কিন্তু স্বপ্নে আমি কাঁদিয়াছিলাম। যাহারে হারাইয়াছি, তাহারে দেখিলাম; দেখিলাম, কিন্তু ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। উদ্যানে জ্যোৎস্না রাত্রে যে আমারে একদিন বলিয়াছিল, "জীবনে ছাড়াছাড়ি হইবে না," সে এখন কোথায় গেল! উঃ! কি নিদারুণ যন্ত্রণা! সচেতনে থাকিলে, জাগিয়া থাকিলে যন্ত্রণা অনুভব হয়, কিন্তু চেতনা ত আমারে প্রাণেশ্বরীর মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তবে আমার এ যন্ত্রণা কেন? আমি ত জাগিয়া ছিলাম, নিদ্রা আমারে প্রতারণা করিতে আসিল কেন? স্বপ্ন আমারে ছলনা করিতে আসিল কেন? কে বলিবে? দেখি দেখি, জিজ্ঞাসা করি, প্রিয়া ত উত্তর দিবেন না, দেখি, তাহারাই বা কি বলে;—

অয়ি নিদ্রে! কেন মোরে কর প্রবঞ্চনা,
স্বপ্নদূতি সহ আসি জাগাও আমায়?

জেগে আছি, ঘুমাবনা প্রতিজ্ঞা আমার,
তবে কেন বৃথা সাত, পাড়াইতে ঘুম
চাতুরী খেলিছ এত, খেদাই তোমারে।
প্রেয়সী বিচ্ছেদানলে জ্বলিছে হৃদয়
কুহকিনী সে অনলে দিবি কি আহুতি ?
যা চলি ত্রিদিব সখী, যা চলি আকাশে,
সর্ব্বসুখী যারা, তারা আলিঙ্গিবে তোরে।
অভাগা বিরহী আমি, প্রেয়সী বঞ্চিত,
আমারে জালায়ে সতি ! কি পাবে পীরিতি ?
স্বর্গে যাও স্বর্গেশ্বরী ! দেবেন্দ্রাণি পাশে ;
তোমারে হেরিলে সুখী হবে দেবরাণী।
ভেসেছি বিরহী আমি অকুল পাথারে।
স্বপ্নে হেরি প্রাণেশ্বরী বিচলিত চিত,
আর না,—পারি না আর সহিতে যাতনা।

বিষাদের সময় অতীত সুখের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। যখন সুখের দিন ছিল, প্রিয়াতে আমাতে গৃহে বসিয়া, গৃহের ছাদে উঠিয়া, উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া কত কথা কহিতাম, কত খেলা খেলিতাম, কতই সুখের সাগরে ভাসিতাম, তাহা মনে হইলে শোকসিন্ধু আরও উথলিয়া উঠে। আহা ! সেই এক দিন, আর এই এক দিন। এখন আমার প্রিয়া নিকটে নাই, অথচ সেই সকল সুখের কথা মনে পড়িতেছে, বোধ করি, সমস্ত যন্ত্রণা অপেক্ষা এই

যন্ত্রণা ভোগ সংসারে নিতান্ত বলবতী ! এক এক বার মনে করি, ভাবনাকে বিস্মৃতি সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষণকাল নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি ; কিন্তু তাহা কি পারা যায় ? যে প্রতিমা অহরহ হৃদয়পটে আঁকা, সে প্রতিমাকে কি ভুলিয়া থাকিতে পারা যায় ? আপনা হইতেই মনে আইসে, আপনা হইতেই হু হু করিয়া চক্ষে জল আইসে, সমস্তই যেন উদাস উদাস বোধ হয় ! হায় ! আমি কি ছিলাম, কি হইলাম। সে সকল সুখের দিন আমার কোথায় গেল ! নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে ভাবিতে হতাশের প্রবল তরঙ্গে আমি যেন ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম ! প্রিয়া আমার তত ভাল বাসা, তত খেলা ধূলা, সমস্তই বিস্মৃত হইয়া কোথায় গিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, সহস্র বার জিজ্ঞাসা করিয়া আর উত্তর পাই না।—আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করি,—“সংসারে আমি বাঁচিয়া, না মরিয়া ?”—বাতা সে আকাশে প্রতিধ্বনি হয়—

“ বাঁচিয়া না মরিয়া !!! ”

———

তুমি দয়াময় !

"সমস্ত জগতাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ।"

জগদীশ সর্ব্বময়, দীনবন্ধু হরি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিভু ! সৃজিত তোমার।
সুখ দুঃখ, মোহ হর্ষ, ভ্রমিছে চৌদিকে,
মোহিয়ে মানব কুলে, ভ্রমের স্বপনে
কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, কেহ ম্রিয়মাণ
শোকে, এই খেলা বিশ্বময় ! বিশ্বমাঝে !
ভাঙ্গ গড়, খেলা কর, ভব খেলা ঘরে,
তোমার অচিন্ত্য খেলা বুঝে সাধ্য কার ?
কারে দাও, কারে লও, কারে কর সুখী,
কারে বা ভাসাও দেব ! সদা অশ্রু নীরে।
সুখে মিশাইয়া দুঃখ, প্রণয়ে বিরহ
কি তামাসা দেখ নাথ ! অমৃতে গরল !
প্রেমনিধি যদি মোরে করিলেন দান
কেন হরে নিলে পুনঃ কাঁদায়ে আমারে
কি দোষে এ দাস দোষী তোমার চরণে !
কে বুঝে তোমার লীলা দয়াময় তুমি !
নমি আমি দয়াময় ! চরণে তোমার

রক্ষা কর প্রিয়াধনে, সুখশান্তি ধামে
তোমার অভয়পদে, মজাইয়া মন ;
আকুল প্রেয়সী মম নিত্য প্রেমে মজি।
পুনঃ যদি দিন পাই, ভাগ্য যদি থাকে
নিত্যধামে উভয়েতে হবে দরশন।

শর্ববাণী।